بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৬ এপ্রিল ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো জার্মানিতে বসবাসরত আরব বংশোদ্ভুত আহমদী মুসলমানগণ

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-ই যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত মসীহ্ ও মাহ্দী, এ বিষয়ে আপনাদের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত।"
- হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৪ এপ্রিল ২০২১ সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশের বংশোদ্ভূত অর্ধশতাধিক আরব আহমদী মুসলমানদের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)। তাদের অধিকাংশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত গ্রহণ করে যোগদানকারী এবং বর্তমানে জার্মানিতে বসবাস করছেন।

উপস্থিতদের কয়েকজন এমনও ছিলেন যারা সভার দিনই বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হন।

হুযূর আকদাস, যুক্তরাজ্যের টিলফোডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর অংশগ্রহণকারী ৫৭ জন ফ্রাঙ্কফুর্টের বায়তুস সবূহ কমপ্লেক্স থেকে যোগদান করেন, যা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জার্মানির জাতীয় সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সভায় হুযূর আকদাস প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সাথে কথা বলেন, তাদের সার্বিক পরিস্থিতি ও পরিবার সম্পর্কে জানতে চান এবং নবদীক্ষিতদের পরিবারের অন্যান্য সদস্য, যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দীক্ষিত হননি, তাদের পক্ষ তারা কোনো ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

সভাতে, হুযূর আকদাস নবদীক্ষিতদেরকে দিকনির্দেশনা ও দোয়া প্রদান করেন এবং বিশেষ করে দোয়া করেন যে, তারা যেন তাদের বিশ্বাসে অবিচল থাকতে পারেন এবং যা কিছু পরীক্ষা ও কষ্ট-কাঠিন্যের সম্মুখীন তারা হচ্ছেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তা দূর করে দেন।

উপস্থিতদের মধ্যে একজন, যার আদি নিবাস ইয়েমেন, তিনি ইয়েমেনের আহমদীদের জন্য দোয়ার আবেদন করেন।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"হ্যাঁ, আমি তাদেরকে আমার দোয়ায় স্মরণ রাখি। আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করুন ও তাদের প্রতি আশীষ বর্ষণ করুন।"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে নবদীক্ষিত কয়েকজন অংশগ্রহণকারী, তাদের বয়আত গ্রহণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন, যাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখার পর ধর্মান্তরিত হয়েছেন। একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, তিনি একজন আহমদী বন্ধুর সাথে নিয়মিত ধর্মীয় আলোচনা এবং বিতর্ক করার পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ হন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

কিছু সংখ্যক পুরুষ উল্লেখ করেন যে, তাদের স্ত্রীরা এখনও আহমদী হননি আর এক্ষেত্রে হুযূর আকদাস পরামর্শ দেন যে, তাদের সর্বোচ্চ নৈতিকতা প্রদর্শন করা উচিত এবং তাদের পরিবারের সাথে আরও বেশি ভালোবাসা ও যত্নের সাথে আচরণ করা উচিত।

অংশগ্রহণকারীদের একজন, যিনি সভার দিনেই আহমদী হন, বলেন যে আহমদীদের উত্তম আচরণ দেখে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে অনলাইন গবেষণা করার ফলে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন।

এতে হুযূর আকদাস বলেন যে, বয়আতকারীর এটা নিশ্চিত করা উচিত যে, তিনি তার বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এমন হওয়া উচিত নয় যে, যদি আপনি কখনো কোনো আহমদীকে অনৈতিক আচরণ করতে দেখেন, তখন আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। বরং, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-ই যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত মসীহ্ ও মাহ্দী, এ বিষয়ে আপনাদের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। এটি সেই বিশ্বাস যাকে আপনার অন্তরে শক্তিশালী করা উচিত। ... আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের শিক্ষাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা এবং একজন আহমদী, তিনি নবদীক্ষিত অথবা জন্মগত আহমদী যাইই হন না কেন, তার এর ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত।”

উপস্থিতদের মধ্যে একজন উল্লেখ করেন যে, তিনি এখন পর্যন্ত আহমদী নন, কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের সত্যতা নিয়ে গবেষণা করছেন।

তার উদ্দেশ্যে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা করুন এবং একে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করুন, আর এ সম্পর্কে বিশদভাবে অধ্যয়ন করুন। বয়আত গ্রহণের জন্য তাড়াহুড়ো করার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ আপনার অন্তরকে উন্মুক্ত করুন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত যদি সত্য হয়, তবে আপনার তা গ্রহণ করার যোগ্যতা লাভ হোক এবং তারপর আল্লাহ্ আপনাকে আপনার বিশ্বাসে দৃঢ়তা প্রদান করুন।”

সভার শেষে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) সবাইকে বিদায় জানিয়ে বলেন:

“আমাদের এই সীমিত সময়ে, আমরা কেবলমাত্র কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচিতির ব্যবস্থাই করতে পেরেছি আর বিশদভাবে কথা বলতে পারি নাই। ভবিষ্যতে, যদি আরো সভার ব্যবস্থা করা হয়, তবে হয়তো আমরা অন্যান্য বিষয়েও কথা বলতে পারবো। আল্লাহ্ আপনাদের সবাইকে রক্ষা করুন।”